

রিখিক স্বল্পতার কারণ

31-January-2019



সাঙাহিক সুন্নাতে ডরা ইজতিমার
সুন্নাতে ডরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَكَ الْإِعْتِكَافَ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায় শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালায় যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন:
 إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে ঝুলে থাকে এবং এর চেয়ে কোন কিছুই উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে না। (ভিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস নং-৪৮৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ **تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ، أَدْكُرُ اللَّهُ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করি, তবে এই বিষয়টি খুবই ভালভাবে পরিলক্ষিত হবে যে, আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন সমস্যার সম্মুখিন, কেউ ঋণগ্রস্থ, তবে কেউ পারিবারিক অনৈক্যের শিকার, কেউ বা অভাবগ্রস্থ, কেউ বা বেকার, কেউ সন্তান প্রত্যাশী, কেউ অবাধ্য সন্তানের কারণে বিষন্ন, মোটকথা সকলেই কোন না কোন সমস্যা এবং বিপদে আবর্তিত, সমস্যার এই ভীড়ে বর্তমান যুগে অভাব এবং রুজিতে বরকতহীনতা প্রসার লাভ করেই চলেছে, এই কারণেই সম্ভবতঃ কোন ঘরই সমস্যা বিহীন দেখা যায় না। দুঃখজনক বিষয় হলো, আমাদের সমাজে অভাব, অনাহার ও অর্ধাহার, বেকারত্ব এবং রুজিতে বরকত হীনতার অনেক মায়াকান্না করা হয়, কিন্তু কোরআন ও হাদীস এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের বাণীতে রুজিতে বরকত হীনতার যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেসম্পর্কে একাগ্রতার সহিত চিন্তা ভাবনা এবং এর কারণকে দূর করার কার্যকর চেষ্টা করা হয় না। আজকে আমরা **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** রিযিকে স্বল্পতার কারণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করবো, যেন বরকত হীনতার সেই কারণগুলো দূর করে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারি। আসুন সর্ব প্রথম রুজিতে বরকত সম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনি এবং এ থেকে মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

রিষিককে গুরুত্ব দেয়ার বরকত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** তাঁর কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ২০০তম পৃষ্ঠায় লিখেন: বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সাযিয়দুনা হুদবা বিন খালিদ **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** কে বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিমন্ত্রণ করলেন, আহার করার পর খাবারের যে কয়েকটি দানা ইত্যাদি পাত্রের বাইরে পড়ে গিয়েছিলো, মুহাদ্দিস সাহেব তা খুঁজে খুঁজে খেতে লাগলেন। খলীফা মামুন আশ্চর্য হয়ে বললেন: হে শায়খ! এখনো কি আপনার পেট ভরেনি? তিনি বললেন: কেন ভরবে না! আসলে কথা হলো, আমাকে হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাদ বিন সালামা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তি দস্তুরখানায় পতিত টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে খাবে তবে সে দারিদ্রতা থেকে নির্ভয় হয়ে যাবে।” (আতহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাকিন, ১ম অধ্যায়, ৫/৫৯৭) আমি এই হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। একথা শুনে খলীফা মামুন অত্যন্ত অনুপ্রেরিত হলেন এবং নিজের এক খাদিমের দিকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার রুমালে মুড়িয়ে নিয়ে আসলেন। খলীফা মামুন তা হযরত সাযিয়দুনা হুদবা বিন খালিদ **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর নিকট উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। তিনি বললেন: **الْحَسْبُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** হাদীসে পাকের উপর আমল করার বরকত সাথে সাথেই প্রকাশ পেলো।

(শামারাতুল আওরাক, ১/৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ড থেকে পেশ করা হলো, আসুন! এপ্রসঙ্গে ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডের পরিচয়ও শুনে নিই।

“ফয়যানে সুন্নাত” (১ম খন্ড) কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “ফয়যানে সুন্নাত” (১ম খন্ড) মূলতঃ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর লিখিত চারটি (৪) কিতাবের সমন্বিত রূপ। (১) “ফয়যানে **بِسْمِ اللهِ**” যা **بِسْمِ اللهِ** শরীফের ফযীলত এবং এসম্পর্কে আকর্ষণীয় ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (২) “খাবারের আদব” যা খাবারের সুন্নাত এবং আদব ছাড়াও ৯৯টি শিক্ষণীয় ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (৩) “পেটের কুফলে মদীনা” যা

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার দ্বীনি এবং দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহের বর্ণনা ছাড়াও কুফলে মদীনার বরকত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস শরীফ ও ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (৪) “ফয়যানে রমযান” যা রোযা, তারাবিহ, ইতিকাফ, যাকাত এবং ঈদুল ফিতরের ফযীলত আর রঙ বেরঙের মাদানী ফুলের খুবই উন্নত মানের পুষ্পস্ববক। “ফয়যানে সুন্নাত” (১ম খন্ড) দরস প্রদানকারী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জন্য নয় বরং সকল মুসলমানের জন্যই খুবই উপকারী এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের মাধ্যম। কাজেই ইসলামী ভাইদের নিকট মাদানী আবেদন, আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং সর্বদা অধ্যয়ন করতে থাকুন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই পর্যন্ত বাংলা ছাড়াও গুজরাটি, সিন্ধি এবং ইংরেজী ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছে। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর ঘটনাটি থেকে জানা গেলো আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى** সুন্নাতের উপর আমল করার বিষয়ে দুনিয়ার বড় থেকে বড় সর্দার এমনকি বাদশাদের পর্যন্ত তোয়াক্কা করতেন না। এ ঘটনা থেকে ঐ সকল লোকেদের জন্যও শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, যারা মানুষের লজ্জার কারণে পানাহারের সুন্নাত সমূহ বর্জন করে দেয়, দাড়ি শরীফ রাখার মহান সুন্নাত থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পাগড়ী মুবারক বাঁধতে লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নবী করীম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা নসীব করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** রিষিককে সম্মান করলেন, দস্তুরখানায় পতিত টুকরো খুঁজে খুঁজে খেলেন, আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা রিষিককে সম্মান করার বরকতে তাঁকে এক হাজার দীনার শাহী দরবার থেকে অর্জন করিয়ে দিলেন এবং

তিনি ধনী হয়ে গেলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, শুধু রিষিকের নয় বরং আল্লাহ তায়ালা সাকল নেয়ামতেরই খুবই সম্মান করা এবং কখনোই এই নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা না করা। মনে রাখবেন! নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অনেক বড় ক্ষতির কারণ।

রিষিকের অকৃতজ্ঞতা রিষিকে স্বল্পতার কারণ হতে পারে

তফসীরে সীরাতুল জিনান এর ৩য় খন্ডের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “মুসলমান যখন আল্লাহ তায়ালা সাকল নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বা আল্লাহ তায়ালা সাকল নেয়ামতের প্রতি উদাসীনতাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে এবং নিজের নফসের চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত হয়ে যায় আর নিজের মন্দ আমলের আধিক্যের কারণে নিজেকে আল্লাহ তায়ালা সাকল নেয়ামতের অনুপযুক্ত বানিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তার থেকে নিজের প্রদানকৃত নেয়ামত ফিরিয়ে নেয়।” (সীরাতুল জিনান, ৩/৫৪৩)

১৩তম পারার সূরা ইব্রাহীম এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব এবং অকৃতজ্ঞতার ক্ষতিককে স্পষ্ট করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٣﴾ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর’।

(পারা ১৩, ইব্রাহীম, আয়াত ৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রিষিকের অসম্মানের অবস্থা এবং এর ক্ষতি

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رَحْمَةُ رَبِّكَ عَلَيْه বর্তমান যুগে একেবারে বোধসম্পন্নহীন ভাবে রিষিকের গুরুত্বহীনতা এভং অসম্মানের প্রতি আফসোস ও বিষন্নতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: “আজকাল রিষিকের গুরুত্বহীনতা এবং অসম্মান করা থেকে কোন ঘরটিই বা বেঁচে আছে, বাংলায় বসবাসকারী বিত্তশালী থেকে শুরু করে ঝুঁপড়িতে বসবাসকারী শ্রমিকরাও এই অসাবধানতার শিকার, বিয়ে-শাদীতে বিভিন্ন রকমের খাবার নষ্ট হওয়া থেকে

শুরু করে ঘরেও খাবারের পাত্র ধোয়ার সময় তরকারির বোল, চাল এবং এর বিভিন্ন অংশ পানিতে ধুয়ে **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** আবর্জনা পরিনত করে দেয়া হয়, আহ! যদি রুজিতে বরকতশূণ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ কারণটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকতো এবং খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিতাম, এই খাবারটি এমন এক জিনিষ, যার আদব এবং সম্মানের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় আক্কা, হাবীবে কিবরিয়া **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** বলেন; “মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাঁর মহা মর্যাদাময় ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখলেন, তা উঠিয়ে মুচলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: **يَا عَائِشَةُ أَكْرَمِي كَرِيمًا فَانْتَهَى مَا** (**رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا**) উত্তম জিনিষের সম্মান করো, কেননা এই জিনিষ (অর্থাৎ রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি।” (ইবনে মাজহ, কিতাবুল আত আম্মাহ, ৪/৪৯, হাদীস নং-৩৩৫৩)

সুতরাং আমাদেরকে খাবারের ন্যায় আল্লাহ তায়ালায় মহান নেয়ামতের সম্মান করা উচিত এবং এর পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়ও সুন্নাত ও আদবের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা যদি আমরা খাওয়ার সময় খাবারের সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখি তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শুধু রিযিকের অসম্মান করা থেকে বাঁচতে সফল হবো না বরং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের পাশাপাশি রিযিকে বরকতের নেয়ামত দ্বারাও ধন্য হবো। আসুন! প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী **مُسْتَفَا** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রদানকৃত রিযিকে বরকতের একটি মাদানী ব্যবস্থাপত্র শবন করি এবং সে অনুযায়ী আমল করার নিয়্যত করে নিই।

বরকত অর্জনের ব্যবস্থাপত্র

দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মুমিনিন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: “একত্র হয়ে খাও, পৃথক পৃথক হয়ে খেও না, কেননা বরকত একত্রতার সাথে রয়েছে।” (ইবনে মাজহ, কিতাবুল আত আম্মাহ, ৪/২১, হাদীস নং-৩২৮৭)

হযরত সায্যিদুনা ওয়াহ্শী বিন হারব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর দাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: “সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রিসালতের দরবারে আরয করলেন: “ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমরা খাবারতো খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না?” রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তোমরা হয়তো পৃথক পৃথক ভাবে খাও?” আরয করলেন: “জ্বী হ্যাঁ,” ইরশাদ করলেন: “একত্রিত হয়ে বসে খাবার খাও এবং بِسْمِ اللهِ পড়ে নাও, তোমাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হবে।” (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল আতযাম্মাহ, ৩/৪৮৬, হাদীস নং-৩৭৬৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মন্দ আমলও রিষিকে স্বল্পতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিকে স্বল্পতার আর একটি কারণ হলো গুনাহ। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, কখনো কখনো মানুষের উপর আসার বিভিন্ন ধরনের বিপদ সমূহ হতে অভাব ও বেকারত্ব এবং রিষিকে বরকতহীনতারও এক বড় কারণ তার নিজেরই মন্দ আমল, মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করে এবং গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, তখন অভাব ও বেকারত্ব এবং তাছাড়াও আরো অনেক বিপদের শিকার হয়ে যায়, ২৫তম পারার ২৫ সূরা আশ শুরা এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ

فَمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

(পারা-২৫, সূরা আশ শুরা, আয়াত-৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসিবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাত গুলোই উপার্জন করেছে এবং অনেক কিছুই তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

মুফাসসিরে কোরআন হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নাইমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: “দুনিয়ায় যে কষ্ট ও বিপদাপদ মুমিনের উপর আসে, এর অধিকাংশই তার গুনাহের কারণে হয়ে থাকে, এই কষ্টসমূহকে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মুবারাকা এবং এর তাফসীরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করি যে, বিভিন্ন বিপদাপদ এবং রিষিকে বরকতহীনতা আমাদের নিজেরই মন্দ আমলের কারণে তো নয়? কেননা আজকাল আমাদের সমাজে গুনাহের এতই প্রসারতা যে **الْأَمَانَةُ وَالْحَفِظَةُ** (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)। দূর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষই আজ বে-আমলীর শিকার, না বান্দার হক আদায়ের মানষিকতা আর না আল্লাহ তায়ালার হক নষ্ট করার উপলব্ধি, নেককাজ করা নফসের জন্য খুবই কঠিন এবং গুনাহ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে, প্রয়োজনীয়তা এবং সহজতা অর্জনের জন্য সীমাতিরিক্ত চেষ্টাই অধিকাংশ মুসলমানকেই আখিরাতে ভাবনা থেকে একেবারে উদাসীন করে রেখেছে। গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কুধারনা করা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ ত্রুটি জানার আগ্রহে থাকা, মানুষের দোষ বের করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে করায়ত্ব করা, হত্যা করা, কাউকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ খেলাফী করা, কারো জিনিষ ধার নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানদের মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিষ তার অপছন্দনীয় হওয়া স্বত্ত্বেও ব্যবহার করা, মদ্যপান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম (যিনা) করা, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাঁদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি প্রদান করা, নারীরা পুরুষের অনুকরণ এবং পুরুষরা নারীদের অনুকরণ করা, বেपर्দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা (রিয়া), নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা, অন্যের দুঃখে আনন্দ (অর্থাৎ কোন মুসলমানের রোগ, কষ্ট বা ক্ষতিতে খুশি হওয়া), রাগান্বিত অবস্থায় শরীয়তের সীমাতিক্রম করা, গুনাহের লোভ, পদলোভীতা (অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার আকাজক্ষী হওয়া), কৃপনতা, আত্ম-গরিমা ইত্যাদি বিষয়াদি আমাদের সমাজে খুবই ধৃষ্টতার সহিত করা হয়। একটু ভাবুন তো! এরূপ গুনাহের পরও যদি আমাদের রিষিকে স্বল্পতা ও বঞ্চনা না হয়ে হবেই বা কি? সুতরাং যদি আমরা রোজগারে উন্নতি ও বরকতের আকাজক্ষী হই এবং বিভিন্ন বিপদাপদ ও রিষিকের বঞ্চনা থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদের গুনাহের আপদ থেকে মুক্তি অর্জন করতে হবে, মনে রাখবেন! গুনাহ করার পরও বিপদাপদ থেকে মুক্তির আশা করা যেন কাঁটা বুনো গোলাপ ফুল পাওয়ার আশা করার মতোই।

আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: দোয়ার দ্বারা তাকদীর (ভাগ্য) পরিবর্তন হয়ে যায় এবং নেককাজের দ্বারা রয়স বৃদ্ধি পায়, নিশ্চয় বান্দার গুনাহের কারণে তাকে রিষিকে থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা তার নিকট পৌঁছার ছিলো। (আল মুসতাদরিক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদীস নং- ১৮৫৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিকে স্বল্পতার কারণ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অপকর্ম (অর্থাৎ যিনা)। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মহামারিও আমাদের সমাজে বিদ্যমান, অথচ কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে এই কবীরা গুনাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

১৫তম পারার সূরা বনি ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবৈধ যৌন সম্বোগের নিকটে যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: অপকর্ম (যিনা) কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে অনেক বড় গুনাহ এবং অপকর্ম কারীর উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফিরিশতা এবং সকল মানুষের লানত অবতীর্ণ হতে থাকবে এবং যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। (বাহরুদ দুয়ু লিইবনে জাওবী, ১৬৫ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! অপকর্ম দ্বারা শুধু এটা নয় যে, পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয় বরং এছাড়াও মানুষ চোখ, কান, মুখ, হাত এবং পা দ্বারা যে বিভিন্ন গুনাহ করে থাকে, হাদীসে পাকে তাকেও অপকর্ম বলে ঘোষণা করেছে।

হযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি।” (বুখারী, কিতাবুল ইসতাইযান, ৪/১৬৯, হাদীস নং-৬২৪৩) এমনিভাবে অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে যে, চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, কানের যিনা হচ্ছে শুনা, মুখের যিনা হচ্ছে কথাবার্তা বলা, হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা এবং পায়ের

যিনা হচ্ছে চলা। সুতরাং আমাদের উচিত যে, চোখ, কান, মুখ, হাত, পা এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার মহান নেয়ামত, তা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও নির্দেশানুযায়ী কাজে ব্যবহার করা, কখনোই অপকর্মের ন্যায় কাজে ব্যবহার না করা, কেননা অপকর্ম যেমন আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসন্তুষ্টির কারণ, তেমনি রিষিকে স্বল্পতারও কারণ। আসুন! এপ্রসঙ্গে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: الزَّيْرَةُ الْفُقْرُ অর্থাৎ অপকর্ম অভাবগ্রস্ততার কারণ।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩৭তম অধ্যায়, ৪/৩৬৩, হাদীস নং-৫৪১৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন: আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি যিনাকারীকে অভাবগ্রস্ত করবো, যদিওবা কিছুদিন পরই হোক না কেন।

(বাহরুদ দুমু লিইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা-১৬৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: অপকর্ম থেকে দূরে থাকো, কেননা এতে ৬টি ক্ষতি বিদ্যমান; ৩টি ইহকালিন এবং ৩টি পরকালিন, ইহকালিন ক্ষতি হলো (১) এর কারণে চেহারার উজ্জ্বলতা নিঃশেষ হয়ে যায়, (২) অভাব সৃষ্টি হয়ে যায় এবং (৩) বয়স কমে যায়। পরকালিন ক্ষতি হলো (১) এর কারণে আল্লাহ তায়ালার গযব অবতীর্ণ হয়, (২) হিসাব কঠোর হবে এবং (৩) জাহান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হুদূদ, কসমুল আকওয়াল, ৫ম অধ্যায়, ৩/১২৬, হাদীস নং-১৩০১৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সূদও রিষিকে স্বল্পতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিক স্বল্পতার কারণ সমূহের আরো একটি কারণ হচ্ছে সূদ, যেমন বর্ণিত আছে: “إِيْرُكُمْ وَالزَّيْرَةُ فَأِنَّهُ يُؤْرِتُ الْفُقْرُ” অর্থাৎ সূদ থেকে বেঁচে থাকো কেননা এটি অভাব ডেকে আনে।” (ইরশাদুস সা'রী, কিতাবব মানাকিবুল আনসার, ৮/৩৪৩, হাদীস নং-৩৮২৮) মনে রাখবেন! সূদ এমন একটি গুনাহ, যা সর্বদা অর্থনীতি এবং কর্মকে ধ্বংস করেছে, কোরআন ও হাদীসে সূদ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, এমনকি সূদ পরিহার না করা ব্যক্তিদের সাথে আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন ৩য় পারার সূরা বাকারার ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ ﴿٢٣٩﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮-২৩৯)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذُكِّبَ إِلَيْهِمْ فَأَنذَرْنَا
 الْبَيْعَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও। অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধের এবং যদি তোমরা তাওবা করো, তবে নিজেদের মূলধন নিয়ে নাও। না তোমরা কারো ক্ষতি সাধন করবে, না তোমাদের ক্ষতি হবে।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন দাঁড়াবে না, কিন্তু যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জ্বীন) স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছেন। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছিলো, ‘বেচাকেনাও তো সুদেরই মতো’। আর আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন সুদকে।

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

এই আয়াতের আলোকে বলেন: অর্থ এই যে, যেমনিভাবে জ্বিনে ধরা ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হেলতে দুলতে চলে, কিয়ামতের দিন সুদখোরের এমনি অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার পেট অনেক ভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে যাবে আর সে এই বোঝার কারণে বার বার পরে যাবে। তিনি আরো বলেন যে, এই আয়াতে সুদ হারাম হওয়া এবং সুদখোরের বিপদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সুদকে হারাম করাতে অনেক হিকমত রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটি হলো যে, (১) সুদের লেনদেনে যা অতিরিক্ত নেয়া হয়, তা একে অপরের নিকট থেকে লেনদেনে কোন প্রকার সম্পদের পরিবর্তন বা প্রত্যাবর্তন ছাড়াই নেয়া, এবং তা সরাসরি অনগ্য। (২) সুদের প্রচলন ব্যবসাকে নষ্ট করে দেয়, কেননা সুদখোরের কোন কষ্ট ছাড়াই

সম্পদ অর্জন করাকে ব্যবসার কষ্ট এবং বিপদাপদ থেকে অনেক বেশী সহজ মনে হয় এবং ব্যবসার অবনতি মানব সমাজের ক্ষতি সাধিত করে। (৩) সূদের প্রচলনে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে ক্ষতি সাধন করে, কেননা যখন মানুষ সূদে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে কাউকেও “কর্জে হাসান” (বিনা শর্তে ঋণ) দ্বারা সাহায্য করাকে সহ্য করতে পারে না। (৪) সূদের কারণে মানুষের স্বভাবে হিংস্র প্রাণীর চেয়েও বেশী কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সূদখোর ঋণ গ্রহিতার ধ্বংসই কামনা করে, এছাড়াও সূদে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি হিকমত সমৃদ্ধ। (খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭)

আসুন! এবার সূদের নিন্দা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

সূদের নিন্দা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: সূদের একটি দিরহামও জেনে শুনে যে খেল, তা ছত্রিশ (৩৬) বার অপকর্ম (যিনা) করার চেয়েও নিকৃষ্ট। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/২২৩, হাদীস নং-২২০১৬)
২. ইরশাদ হচ্ছে: মিরাজ রজনীতে আমার গমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে হল, যাদের পেট ঘরের ন্যায় (অর্থাৎ বড় বড়), সেই পেটগুলোতে রয়েছে সাপ, যা বহির থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! এরা কারা? বলল: এরা হচ্ছে সূদখোর। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, ৩/৭২, হাদীস নং-২২৭৩)
৩. ইরশাদ হচ্ছে: সূদের কারণে (প্রকাশ্যভাবে) যদিও সম্পদের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পরিনাম এটাই যে, সম্পদ কমে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৫০, হাদীস নং-৩৭৫৪)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসের আলোকে বলেন: সূদের মাধ্যমে সম্পদ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সূদ গ্রহিতার প্রতি (সম্পদের) ধ্বংসযজ্ঞতার দরজা খুলে যায়, যার কারণে সম্পদ কমে যায় এবং অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ফয়যুল কদীর, ৪/৬৬, হাদীস নং ৪৫০৫) সূদের সম্পদের ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَمَحَقُ اللهُ الرَّبْوَا وَيُزِيْرِي الصَّدَقَاتِ ط

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ ধ্বংস করেন সূদকে আর বর্ধিত করেন দানকে।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাজেমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াত দ্বারা দু'টি মাসআলা জানা যায়, প্রথমটি হলো যে, মুমিনের জন্য সুদে বরকত নাই, এটি কাফিরের খাদ্য হতে পারে মুমিনের নয়, সুতরাং নিজেকে নিজে কাফিরের সাথে তুলনা করো না, কাফির সুদ নিয়ে উন্নতি করবে আর মুমিন করবে যাকাত দিয়ে। দ্বিতীয়টি হলো যে, সুদের টাকায় যাকাত, দান ও অনুদান কবুল হবে না।

(নুরুল ইরফান, পারা ৩, আল বাকারা, ২৭৬ নং আয়াতের পাদটিকা)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো “সাপ্তাহিক মাদানী হালকা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বাণীর পরও যদি কেউ সুদ থেকে ফিরে না আসে আর একে নিজের অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যম মনে করে তবে সে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অবাধ্য হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে সুদ এবং তাছাড়া অন্যান্য নাজায়িয মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদ দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংসের কারণ হবে, সুতরাং সুদ এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে পিছু ছাড়াতে, নেকীর প্রতি মন লাগাতে, মুখাপেক্ষিতা আপদ থেকে বাঁচতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জনে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পাশাপাশি যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজেও অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “সাপ্তাহিক মাদানী হালকা”। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষির বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের জন্য এলাকা পর্যায়ে সাপ্তাহিক মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা হয়, ছোট শহরগুলোতে বা এমন স্থানে যেখানে কোন কারণে সাপ্তাহিক ইজতিমা এখনো শুরু হয়নি, সেখানে সাপ্তাহিক মাদানী হালকা বা মসজিদ ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়। সাপ্তাহিক মাদানী হালকার জাদুয়ালে তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, দোয়া এবং দরুদ ও সালামও অন্তর্ভুক্ত। যেকোন শহরে বা এলাকায় একের অধিক সাপ্তাহিক মাদানী হালকা আলাদা আলাদা দিনে এবং বিভিন্ন স্থানে করা যেতে পারে। আপনিও দ্বীনি কাজে অগ্রগতির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক পথহারা লোকের সংশোধন হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

মাদানী পরিবেশের বরকত

মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) এক ইসলামী ভাই গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলো, তার স্কুল জীবনের এক ইসলামী ভাই প্রায় তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো, একদিন সে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। সে তার দাওয়াতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চলে গেলো, তার অনেক ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করলো। পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, যার কারণে ঘরের অনেকে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলো কিন্তু মাদানী পরিবেশে টান এবং আশিকানে রাসূলের উত্তম ব্যবহার তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আরো নৈকটে এনে দিলো, মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুন্যর আগ্রহ জন্মালো এবং এতে আরো উৎসাহ পেতে থাকলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হারাম সম্পদে নিঃসন্দেহে ধ্বংসই ধ্বংস। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যিক যে, সে যেন দুনিয়া আখিরাতের ধ্বংসাত্মতা এবং রিষিকের স্বল্পতা থেকে বাঁচার জন্য সূদ ও হারাম সম্পদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এবং এই বিষয়টি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, দুনিয়ায় বসবাসকারী সকল প্রাণী, হোক না উন্নতির শিখরে পৌঁছা শহুরে বা কোন গ্রামের গ্রাম্য, ঘন জঙ্গলে থাকা জীব জন্তু বা উচ্চ ও উন্নত বৃক্ষের মগডালে অবস্থানকারী পাখি, সমুদ্রের গভীরে থাকা মাছ হোক বা পাথরের পেটে আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ ও পবিত্র কাজে উৎসর্গকারী কীট, সকলেরই রিষিকের দায়িত্ব খোদায়ে খালিক ও রাজ্জাক তাঁর নিজ যিম্মায় রেখেছেন। যেমনটি আল্লাহ তায়াল্লা ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী নেই, যার জীবিকা আল্লাহর করুণার দায়িত্বে নয়;

যখন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই সকল প্রাণীর রিষিকের জামিন, তবে আমাদের উচিত যে, এই স্বত্তার উপরই ভরসা করা এবং সূদ নিয়ে নিজেরই মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করার পরিবর্তে জায়িয এবং হালাল উপায়ে রিষিকের সন্ধান করা। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** যাই নসীবে আছে তা অবশ্যই অর্জিত হবে। দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: “নিশ্চয় রিষিক বান্দাকে খুঁজে বেড়ায়, যেমনিভাবে তার মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়ায়।” (সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুয যাকাত, ৪/৯৮, হাদীস নং-৩২২৭) সুতরাং এই হাদীসে পাকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তায়ালায় প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখা উচিত এবং এই বিষয়টি মন ও মননে গোঁথে নিন যে, রিষিকের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যতা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির মাঝেই লুকায়িত, নিজের অন্তরে তাকওয়া ও পরহেজগারির বীজ বপন করণ, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচান এবং আল্লাহ তায়ালায় ভয় অন্তরে সৃষ্টি করলে, তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করলে তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আমাদের সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং রিষিকে এমন বরকত হবে, যা আমাদের কল্পনাহীন। যেমনটি ২৪তম পারার সূরা তালাক এর ২ ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(পারা ২৮, আত তালাক, আয়াত ২-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে আল্লাহ কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন; এবং তাকে ওই স্থান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসলামে যাকাতের ধারণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিকে স্বল্পতা এবং গুনাহের আধিক্যের আরো একটি কারণ হলো যাকাত না দেয়া। মনে রাখবেন! যাকাত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি

এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। এটি এমনই সুন্দর এক রীতি, যার মাধ্যমে সমাজের নিঃস্ব এবং অভাবগ্রস্থ মানুষের আর্থিক সহযোগীতা অর্জিত হয়। যদি সকল সম্পদশালী লোক সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করে তবে দারিদ্রতা ও অভাব দূর হয়ে যেত। কোরআনে করীমে যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে।

১০ম পারার সূরা তাওবার ৩৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
(পার ১০, ভাঁওবা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির;

আসুন! যাকাত আদায় করে এরূপ ব্যক্তিদের ব্যাপারে আর্থিক ক্ষতি এবং জীবিকা সঙ্কট সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে সম্প্রদায় যাকাত প্রদান করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের দুর্ভিক্ষে লিপ্ত করবেন। (মু'জামুল আউসাত, ৩/২৭৫, হাদীস নং-৪৫৭৭)
২. ইরশাদ হচ্ছে: জলস্থলে যে সম্পদ নষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, কসযুল আকওয়াল, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩/১৩১, হাদীস নং-১৫৮০৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! যাকাত না দেয়া বৃষ্টি বর্ষন না হওয়ার এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণ, সুতরাং যদি আমরা আসলেই অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রিষিক স্বল্পতা থেকে মুক্তি পেতে চাই তবে আমাদের উচিত যে, রিষিক স্বল্পতার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ মুসলমানের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় রিষিক স্বল্পতার কারণ গুলো বর্ণনা করেছেন।

তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: রিষিকে স্বল্পতারও কারণ রয়েছে, যদি তা থেকে বাঁচা যায়, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** রুজিতে রবকতই বরকত দেখা যাবে। এরপর তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** রিষিক স্বল্পতার কারণও বর্ণনা করে, সেই কারণ গুলো কি কি? আসুন! শ্রবণ করি: (১) হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া (২) খালি মাথায় খাওয়া (৩) অন্ধকারে খাবার খাওয়া (৪) দরজায় বসে খাওয়া (৫) মৃত ব্যক্তির পাশে বসে খাওয়া (৬) জানাবাত অবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায়) খাবার খাওয়া (৭) খাটে দস্তরখানা বিছানো ব্যতীত খাওয়া (৮) খাওয়ার জন্য বের করা খাবার খেতে দেবী করা (৯) খাটে নিজে মাথার দিকে বসা ও খাবার বিছানায় পা রাখার দিকে রাখা (১০) দাঁত দিয়ে রুটি ছেড়া (বার্গার ইত্যাদি আহারকারীরাও সতর্কতা অবলম্বন করণ) (১১) কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়। (বাসন বা কাপের ভাঙ্গা অংশের দিক দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করা মাকরুহ। মাটির ফাটল ধরা বা এমন বাসন যেসবের ভেতরের অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি উঠে গেছে তা দিয়ে খাবার খাবেন না, কারণ কাদা ময়লা ও জীবাণু পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে) (১২) খাওয়ার বাসন পরিস্কার না করা (১৩) পানাহারের পাত্র খোলাবস্থায় রেখে দেয়া, (পানাহারের পাত্র **بِسْمِ اللَّهِ** বলে ঢেকে রাখা উচিত, কেননা বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয় ও তা নষ্ট করে দেয়, অতঃপর ঐ খাদ্য ও পানীয় রোগব্যাদি বয়ে আনে)। (সুন্নি বেহেশতি মেওর, ৫৯৫-৬০১ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনূজী **رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** দারিদ্র্যতার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোও রয়েছে: (১৪) অধিক ঘুমানোর অভ্যাস (এতে মূর্খতারও সৃষ্টি হয়) (১৫) উলঙ্গ হয়ে শোয়া (১৬) নির্লজ্জভাবে প্রশ্রাব করা (মানুষের সামনে সাধারণ রাস্তাঘাটে সংকোচহীনভাবে প্রশ্রাবকারীরা মনোযোগ দিন!) (১৭) দস্তরখানায় পতিত দানা ও খাবারের অংশ ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়াতে অবহেলা করা (১৮) পিঁয়াজ ও রসুনের ছিলকা (চামড়া) জ্বালানো (১৯) ঘর কাপড় দিয়ে ঝাড়ু দেয়া (২০) রাতে ঝাড়ু দেয়া (২১) আবর্জনা ঘরেই রেখে দেয়া (২২) বুয়ুর্গানে দ্বীনদের **رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى** আগে আগে পথ চলা (২৩) মাতা-পিতাকে তাদের নাম ধরে ডাকা (২৪) দরজার এক অংশের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো (২৫) টয়লেটে (Washroom) অযু করা (২৬) শরীরেই কাপড় ইত্যাদি

সেলাই করা (২৭) পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মোছা (২৮) ঘরে মাকড়শার জাল রেখে দেয়া (২৯) নামাযে অবহেলা করা (৩০) ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া (৩১) ভোরে বাজারে যাওয়া (৩২) বাজার থেকে দেরী করে আসা (৩৩) নিজের সন্তানকে বদ দোয়া করা (প্রায় মহিলারা কথায় কথায় নিজের বাচ্চাদের বদ দোয়াকরে থাকেন আর পরে দারিদ্রতার কারণে কান্নাও করে) (৩৪) গুনাহ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা (৩৫) চেরাগ ফুঁক দিয়ে নিভানো (৩৬) ভাঙ্গা চিরুণী ব্যবহার করা (৩৭) মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দোয়া না করা (৩৮) পাগড়ী বসে বাঁধা এবং (৩৯) পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা আর (৪০) নেক আমলে ছলচাতুরী করা। (তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআল্লিম, ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ মজলিশ

শুনলেন তো আপনারা যে, রিষিক স্বল্পতার কি কি কারণ, সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিত যে, সে যেনো রিষিক স্বল্পতার এই সকল কারণ থেকে বাঁচার পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যেনো এই পরিবেশের বরকতে রিষিক স্বল্পতার কারণ গুলো থেকে বাঁচতে সাহায্য হয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী দুনিয়াজুড়ে প্রায় ১০৫টি বিভাগে দ্বীনে মতিনের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো “অনুবাদ মজলিশ”। যা খুবই অল্প সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যেমন; ইংরেজি, আরবী, ফার্সি, ফ্রেঞ্চ, জার্মানি, চাইনিজ, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, হিন্দি, গুজরাটি, এবং সিন্ধি ছাড়াও প্রায় ৩৭টি ভাষায় অনুবাদ করার খেদমত করে যাচ্ছে, যেন উর্দু ভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও উপকৃত হতে পারে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** অনুবাদ মজলিশের কিতাব ও রিসালা দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এও বিদ্যমান, তাছাড়া “মাদানী বুকস লাইব্রেরী” নামে একটি মোবাইল এপলিকেশনও রয়েছে, যার সাহায্যে আপনি কিতাব ও রিসালা শুধু নিজে পড়তে পারবেন তা নয় বরং আপনার বন্ধু-বান্ধবকেও এই এ্যপলিকেশনের

লিংক শেয়ার করে সাওয়াবে জারিয়ার অধিকারীও হতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা “অনুবাদ মজলিশ”কে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রিষিকে বরকত লাভের উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেভাবে রিষিকে স্বল্পতা এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভাবহ্রস্ততার কারণগুলো থেকে বাঁচা প্রয়োজন, তেমনি রিষিকে প্রাচুর্যতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রিষিকে প্রশস্ততা এবং বরকত সৃষ্টিকারী বিষয় অবলম্বন করাও খুবই প্রয়োজন। আসুন! রিষিকে বরকত সৃষ্টিকারী কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

রিষিকে বরকত লাভের কিছু মাদানী ফুল

* আত্মীয় স্বজন এবং বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সদ্বহার করা। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৬, হাদীস নং-৫৯৮৬) * তাকওয়া অবলম্বন করা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা (গুনাহ ত্যাগ করা) * চাশতের নামায পড়া (কেননা এই আমলটি রিষিকে বরকতের জন্য খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত আমল) * কোরআনে পাকের বিভিন্ন সূরা পাঠ করা যেমন সূরা মুলক, সূরা মুযাম্মিল, সূরা তুল লাইল ও সূরা আলাম নাশরাহ এবং বিশেষ করে সূরা ওয়াকিয়ার তিলাওয়াত করতে থাকাও রিষিকে প্রশস্ততার উপায়। * সদকা আদায় করা, হাদীসে পাকে রয়েছে: **سَتَنزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ** অর্থাৎ সদকার মাধ্যমে রিষিক অন্বেষণ কর। (আল কা'মিলু ফি দা'ফআর রিজাল, হাবীব বিন আবি হাবীব, ৩/৩২৬) * সকাল সকাল জাহ্রত হওয়া (এবং ফজরের নামায আদায় করা) নেয়ামত বৃদ্ধির উপায়। * মানুষের সাথে সদয় আচরণ এবং মিষ্টভাষ্যও রিষিক বৃদ্ধি করে। * নিজের ঘরের পরিবেশ এবং ঘরের পাত্র সমূহ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা রিষিকে বরকতের মাধ্যম। * পাঁচ ওয়াজ্ত নামায আদায় এবং এতে বিনয় ও নম্রতা আর নিয়মানুবর্তিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজিব, সুনাত ও আদবের পুরোপুরি অনুসরণও রিষিকে বরকতের মাধ্যম। (রাহে ইলম, ১০৫ পৃষ্ঠা)

* মসজিদে আযানের পূর্বে পৌঁছাও রিযিকে বরকতের মাধ্যম, সর্বদা ওয়ু অবস্থায় থাকা রিযিকে বরকতের মাধ্যম। ইশার নামাযের পর দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা রিযিকে বরকতের মাধ্যম। অনুপকারী এবং অযথা কথাবার্তা পরিহার করাও রিযিকে বরকতের মাধ্যম। * নিজের সন্তানের আম্মার পোষাক এবং পারিবারিক ব্যয় সম্প্রসারিত করা। * আশুরার দিন (অর্থাৎ মহাররামের ১০ তারিখ) নিজের সন্তানদের খাওয়া দাওয়ায় খুবই উদার এবং প্রশস্ত করা। (মো'সাভু বিস সানাহ, পৃষ্ঠা-১৭)

* দিন রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া প্রার্থনা করা। (মু'জামুয যাওয়াদ, কিতবুল আদইয়া, নম্বর-১৭১৯৯, ১০/২২১) * দিনের শুরুতে ঘরে بِسْمِ اللّٰهِ এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে নেয়া। * খাবার পূর্বে ও পরে ওয়ু করা (অর্থাৎ হাত ও মুখ ধোয়া)। (কানযুল উম্মাল, ১০/১০৬, হাদীস নং-৪০৭৫৫) * দ্বীনের বিধানাবলীর উপর কঠোরভাবে আমল করে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১৯, হাদীস নং-৭৯৪৭) * পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা। * দস্তুরখানায় পতিত টুকরো খুঁজে খুঁজে খেয়ে নেয়া। (ইস্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, ১ম অধ্যায়, ৫/৫৯৭) * তাহজ্জুদের নামায পড়তে থাকা, অধিকহারে তাওবা করতে থাকা এবং ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যখানে সত্তর (৭০) বার ইস্তিগফার করা, ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা। (সুন্নী বেহেশতি য়েবর, ৬০৯ পৃষ্ঠা) * কোরআনে করীম ও দ্বীনি কিতাব মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা। * অন্যের প্রতি ইলমে দ্বীন পৌঁছানো, যদিও তা হোক কোরআনের একটি আয়াত বা দ্বীনের একটি মাসআলা, রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততার মাধ্যম।

আসুন! বিভিন্ন হাদীসের আলোকে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রিযিকে বরকত সম্পর্কিত আরো তিনটি মাদানী ফুল প্রত্যক্ষ করুন।

রিযিকে বরকতের রুহানী চিকিৎসা

১. নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ইস্তিগফার অর্থাৎ তাওবা করাকে নিজের উপর আবশ্যিক করে নিবে, আল্লাহ তায়ালার সকল সমস্যা দূর করে দিবেন এবং সকল প্রকার অভাব থেকে প্রশান্তি দান করবেন আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার কল্পনাতীত।” (ইবনে সাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৫৭, হাদীস নং-৩৮১৯)

২. মলফুযাতে আলা হযরতে রয়েছে: “এক সাহাবী (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: “দুনিয়া আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।” ইরশাদ করলেন: “তোমার কি সেই তাসবীহ স্মরণ নাই, যে তাসবীহ হচ্ছে ফিরিশতাদের এবং যার বরকতে রিষিক দেয়া হয়। দুনিয়ার সৃষ্টি আসবে তোমার নিকট অপমান ও অপদস্ত হয়ে, ফজরের সময় ১০০বার পাঠ করো “سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللهُ” (লিসানুল মিসান, ৪/৩০৪, হাদীস নং-৫১০০) সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাত দিন পর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: “হুযুর! দুনিয়া আমার নিকট এমন অধিকহারে আসলো যে, আমি বিস্মিত! কোথায় উঠাবো কোথায় রাখব।”

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১২৮ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাবগ্রস্থতার অভিযোগ করলো। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে তখন পরিবার পরিজনদের সালাম করো এবং যদি কেউ না থাকে তবে আমার প্রতি সালাম আরয করো আর একবার সূরা ইখলাস শরীফ পাঠ করো।” সেই ব্যক্তি এমনই করলো, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে এতেই ধনী বানিয়ে দিলেন যে, তার পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদেরও খেদমত করেন।” (আল জামেউ লিআহকামিল কোরআন লিত তাবারানী, ২০/২৩১)

কথোপকথনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে কথোপকথন সম্পর্কিত কিছু সুন্নাত আদব শ্রবণ করি: * মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। * মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে, ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। * চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। * চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। * কথোপকথনের সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অন্যের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো, থুথু ফেলতে থাকা ইত্যাদি ভাল অভ্যাস নয়।

ঘোষণা

কথোপকথন সম্পর্কে অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بَدْوَامٍ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সায্যিদিস সাদাত ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মাজমাউয যাওয়াদিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাব কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সন্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)